(যৌথ মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি)

# বাংলাদেশের বৃহত্তম ৫৮৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নে সামিট-জিই কনসোর্টিয়ামের প্রকল্প চুক্তি সই

**ফটো ক্যাপশন:** সামিট গ্রুপের সহযোগি প্রতিষ্ঠান, সামিট মেঘনাঘাট ২ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) সাথে ২২ বছর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) সম্পাদন করে।

**(ঢাকা, বাংলাদেশ) ১৪ই মার্চ, ২০১৯:**

- সামিট গ্রুপ বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে সামিট গ্রুপের সহযোগি প্রতিষ্ঠান, সামিট মেঘনাঘাট ২ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) সাথে ২২ বছর মেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) ও বিপিডিবি'র সাথে ভূমি ইজারা চুক্তি (এলএলএ), তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (তিতাস) সাথে গ্যাস সরবরাহ চুক্তি (জিএসএ), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) সাথে জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি (এফএসএ) এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে বাস্তবায়ন চুক্তি (আইএ) সম্পাদন করে। সামিট এবং জিই, সামিট মেঘনাঘাট ২ পাওয়ার লিমিটেড বাস্তবায়নের জন্য একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে।

- নির্মিতব্য ৫৮৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার সামিট মেঘনাঘাট ২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্তমানে গ্যাসের মূল্য অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ হবে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ২.১৭৬ (দুই দশমিক এক সাত ছয়) টাকা যা কিনা এ যাবৎকালের সর্বনিম্ন।

- আশা করা যায় যে, ২০২২ সালে চালু হওয়ার পর সামিট মেঘনাঘাট ২ পাওয়ার হবে বাংলাদেশের বৃহত্তম কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা দেশের দেশের সাত লক্ষ গৃহস্থালি, শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম।

- সামিট সবসময় চেয়েছে বিদ্যুৎ খাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে। এই প্রকল্পের জন্য সামিট বেছে নিয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে কার্যকরি হেভী-ডিউটি গ্যাস টারবাইন, জিই'র ৯এইচএ ফ্লিটকে। এটি আইএসও কন্ডিশনে ৬৩ শতাংশ কার্যকরি।
- টার্নকি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত সেবায় ইপিসি চুক্তিতে জিই পাওয়ারের কার্যাদেশ মূল্য ৩৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, "গত দশকে দেশের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সামিট এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পেরে গর্বিত। আজকের ৫৮৩ মেগাওয়াট প্রকল্পসহ, দ্রারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সামিট আগামী ৫ বছরে চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে।"

সামিট ১৯৯৮ সালে দেশের প্রথম আইপিপি ১১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করে । ধারাবাহিকভাবে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২,০০০ মেগাওয়াটের কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী যা দেশের বেসরকারি খাতে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২১ শতাংশ এবং দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৯ শতাংশ। সামিটের সাথে জিই'র অংশীদারিত্ব এক দশকেরও বেশী সময়ের। বর্তমানে জিই'র ৯ই এবং ৯এফ গ্যাস টারবাইন যথাক্রমে ৩৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার সামিট মেঘনাঘাট ১ এবং ৩৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতার সামিট বিবিয়ানা ২ বিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জিই দক্ষিণ এশিয়ার গ্যাস পাওয়ার সিস্টেমের সিইও দীপেশ নন্দা বলেন, "আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকারের গৃহিত সহায়ক নীতি এবং কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে একটি রুপান্তরমূলক পরিবর্তন চলছে।" তিনি আরও বলেন "সামিটের সাথে জিই'র দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের জ্বালানি ইকোসিস্টেমে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। যা সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, গৃহস্থালি, ব্যবসা এবং দেশের শিল্পক্ষেত্রকে উপকৃত করতে অবদান রাখবে।"

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদটি অলঙ্কৃত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। এছাড়া বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমীন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ এবং চেয়ারম্যান, জিই গ্যাস পাওয়ার জন রাইস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

**সামিট সম্পর্কে বিস্তারিত:**

সামিট বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান (আইপিপি) এবং বিদ্যুৎ গ্রীডের জন্য প্রায় ২ গিগাওয়াটের কাছাকাছি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এছাড়া সামিট বাংলাদেশের বৃহত্তম অবকাঠামো উন্নয়নকারি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী। সামিট কক্সবাজারের মহেশখালিতে ১৩৮,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এবং দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন এমএমসিএফডি রিস্যাগিফিকেশন ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্লোটিং স্টোরেজ এন্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআইউ) স্থাপন করছে। আশা করা যায়, নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি টার্মিনালটি চালু হবে। এছাড়া সামিট, জিই ও মিতসুবিশি বাংলাদেশের কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে গ্যাস-টু-পাওয়ার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। পরিকল্পনাধীন এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে জিই'র ৯এইচএ গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন সম্বলিত

৬০০ মেগাওয়ার ক্ষমতার চারটি কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২,৪০০ মেগাওয়াট) এবং মোট ৩৮০,০০০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতার স্থল-ভিত্তিক এলএনজি টার্মিনালের দুটি ইউনিট।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: www.summitpowerinternational.com এবং সামিটের টুইটার ও লিংকডইন অনুসরণ করুন।

**জিই পাওয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত:**
জিই পাওয়ার (এনওয়াইএসই) উৎপাদন থেকে ব্যয়ের মূল্য চেইনে যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সমাধান এবং সেবা প্রদানে নেতৃত্বস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিশ্বে ১৮০টিরও বেশী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের তিন ভাগের এক ভাগ উৎপাদন করছে জিই'র প্রযুক্তি এবং বিশ্বের জ্বালানি ক্ষেত্রের ৪০ শতাংশের বেশী সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রন করছে । অবিরাম উদ্ভাবন এবং গ্রাহকদের সাথে ধারাবাহিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জিই ভবিষ্যতের জ্বালানি প্রযুক্তি এবং বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: www.ge.com/power এবং জিই পাওয়ারের টুইটার ও লিংকডইন অনুসরণ করুন।

**বিস্তারিত তথ্যের জন্য:**


- **সামিট:** মোহসেনা হাসান। ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com। মোবাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
- **জিই:** তরুণ নাগরানি। ইমেইল: tarun.nagrani@ge.com। মোবাইল:+৯১ ১২৪ ৪৯০৬৭৬০